সারকয়ডোসিস

একটি অসুখ

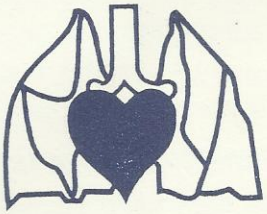

INSTITUTE OF PULMOCARE & RESEARCH

CB-16, Near CA Island, Sector-I, Salt Lake
Kolkata - 700 064, INDIA. Phone : 2358 0424
Website : www.pulmocareindia.org

সারকয়ডোসিস (sarcoidosis) একটি অসুখ

সারকয়ডোসিস কি?

সারকয়ডোসিস (sarcoidosis) একটা অসুখ যার কারণ স্পষ্ট নয়। এই অসুখে যদিও শরীরের যে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গই আক্রান্ত হতে পারে, তবু ফুসফুস, চামড়া ও চোখের সমস্যাই সবচেয়ে বেশী হতে দেখা যায়।

যে কোন বয়সেই এই অসুখ হতে পারে — তবে মূলতঃ যৌবন ও মাঝবয়সেই এর প্রকোপ বেশী হতে দেখা যায়; বাচ্চাদের সারকয়ডোসিস হবার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।

সারকোয়ডোসিসে কি হয়?

নানা ভাবে এই অসুখ দেহকে আক্রান্ত করতে পারে। কোন কষ্ট বা রোগ যন্ত্রণা সৃষ্টি না করেও সারকয়ডোসিস থাকতে পারে। বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা যায়। কখনো বাত বা আরথ্রাইটিস্, কখনো চোখে যন্ত্রণা ও দৃষ্টি শক্তির সমস্যা, কখনো চামড়ায় নানা ধরনের লক্ষণ, চুল পড়ে যাওয়া, কখনো গ্রন্থি (lumph nodes) বড় হওয়া, কখনো কিডনীতে পাথর হওয়া প্রভৃতি নানা ধরনের উপসর্গ হতে দেখা যায়।

ফুসফুস আক্রান্ত হয়ে কাশি, শ্বাসকষ্ট হতে পারে এবং ঠিকমত চিকিৎসা না হলে ফুসফুস চিরতরে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। বুকের ভিতর গ্ল্যাণ্ড (lymph node) বড় হয়ে গিয়ে থাকে এবং বুকের X-ray তে তা দেখে ডাক্তাররা সারকোয়ডোসিস সন্দেহ করেন।

কিভাবে এই অসুখে নির্ণিত হয়?

কখনো সহজ হলেও অনেক ক্ষেত্রে সারকয়ডোসিস্ এর নির্ণয় কঠিন কাজ। প্রথম হল সন্দেহ করা — তারপর তা প্রমাণ করা দরকার। এজন্য X-ray রক্ত পরীক্ষা, CT Scan এবং বায়প্সি (ফুসফুস বা বুকের ভিতর গ্রন্থি থেকে) করা দরকার। এই প্রক্রিয়ায় ব্রনকোস্কোপি করে ভেতর থেকে বায়পসি করাটাই সহজ। এতে ব্যথা হয় না এবং ব্রনকোস্কোপি প্রায় সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং কার্যকরী। ব্রনকোস্কোপ একটা

সরু নল যা নাক, গলা ও শ্বাসনালীকে কোন যন্ত্রণা না দিয়ে প্রবেশ করানো যায়। এর ভেতর দিয়ে আমরা গলা ও শ্বাসনালীর ভিতরের অবস্থাটা দেখতে পাই এবং প্রয়োজনে ফুসফুসের একটা অংশ জীবাণুবিহীন জল দিয়ে ধুয়ে নিতে পারি। এই ধোয়া জল (lavage fluid) বা বায়োপসি পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করা সুবিধাজনক হয়। সাধারণত সারকয়ডোসিস বলার আগে টিবি ও ছত্রাকের ইনফেকশান নেই সেটা প্রমাণ করা দরকার — ব্রনকোস্কোপি এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। X-ray তে কোন আপাত দোষ নেই অথচ সারকয়ডোসিস সন্দেহ হলে তাতেও ব্রনকোস্কোপি সাহায্য করে। কখনো বা চামড়ায় সারকোয়ডোসিস হলে চামড়া বায়োপসির মাধ্যমে তা সহজেই নির্ণয় করা হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে সারকয়ডোসিসের বিশেষ চেহারা হয়ে থাকে — যা অনেকসময় টিবিতেও হতে পারে।

সারকয়ডোসিস-এর পরিণতি কি?

অনেক ক্ষেত্রেই সারকয়ডোসিস নিঃশব্দে কোন কষ্ট সৃষ্টি না করেই চুপচাপ থাকে। বেশীরভাগ সময়েই অসুখ আপনা আপনি মিলিয়ে যায় বা কমে যায়। কিন্তু কোন কোন সময়ে তা বাড়তে থাকে এবং সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই চিকিৎসা করা ব্যাপারটা নির্ভর করে কোথায় সারকয়েড হয়েছে এবং তার ব্যবহার বা গতিপ্রকৃতি কিরকম তার উপর। এজন্য প্রয়োজনে বারবার ও নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষণ করতে হয়। হার্ট, স্নায়ুতন্ত্র প্রভৃতিতে এই অসুখ হলে চিকিৎসা কিছুটা কঠিন হয়ে পড়ে। বহুক্ষেত্রে সারকয়ডোসিস নির্ণিত না হবার জন্য সাময়িক বা চিরকালীন ক্ষতি হয়ে যায়। আমাদের দেশে টিবির প্রাদুর্ভাব থাকায় এবং সারকয়ডোসিস অনেক সময় টিবির মত প্রকাশ পাওয়ায় — বহুক্ষেত্রে অসুখটির নির্ণয় হতে অনেক সময় লেগে যায়। তবে সুখের কথা, সারকয়ডোসিসকে ভালভাবেই চিকিৎসা করা যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরাময় সম্ভব হয়।

কিভাবে সারকয়ডোসিসের চিকিৎসা করা হয়?

স্টেরয়ড হল সারকয়ডোসিস চিকিৎসার অন্যতম অস্ত্র। স্টেরয়েড এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্য এবং অনেক সময় স্টেরয়েডে কাজ না হবার জন্য আমরা আরও কিছু ওষুধ ব্যবহার করি। এবারও যথেষ্ট ক্রিয়াশীল — মিথোট্রেকসেট (methotrexate) নামক ওষুধ এদের অন্যতম।

আমাদের প্রতিষ্ঠান

অসুস্থ মানুষের সেবা, গবেষণা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা এই তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠান, "ইনসটিটিউট অব পালমোকেয়ার অ্যাণ্ড রিসার্চের" জন্ম।

দূষন, নগরায়ন, সংক্রামন প্রভৃতি কারনে শ্বাস ও বক্ষ সংক্রান্ত রোগের প্রাদুর্ভাব আজ উর্দ্ধমূখী।

আমরা এই রোগ গুলিকে সুনির্দ্রিষ্ট এবং সুসংগঠিত ভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা করছি এবং সাধ্যমত এদের প্রার্দুভাব ঠেকানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছি।

এই পর্যায়ে আমরা রুগী ও পরিজনের এবং চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের সচেতন ও উপযুক্ত শিক্ষা দেবার প্রয়াসী। এই প্রতিষ্ঠানে আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী গবেষনার কাজও করি — যা আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতির ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমাদের প্রচেষ্টায় আমরা সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করি।